গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
৪১, সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০।
Website: www.dnc.gov.bd

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ২০২৩-২০২৪ এর কর্মসম্পাদন সূচক ১.৩ অনুযায়ী সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত মহাপরিচালক মহোদয়ের সভাপতিত্বে ২৮ জানুয়ারি, ২০২৪ তারিখ ১২.০০ টায় চট্টগ্রাম বিভাগের কক্সবাজার জেলার হিলটপ সার্কিট হাউজ এর সম্মেলন কক্ষে অংশীজনের (Stakeholder) অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত ৩য় সভার রেকর্ড নোটস:

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভাপতি বলেন যে, সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ে ২০১২ খ্রিঃ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল প্রণয়ন করা হয়। সুশাসন প্রতিষ্ঠায় শুদ্ধাচার চর্চা অত্যন্ত জরুরি এবং প্রাতিষ্ঠানিক শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় ব্যক্তিগত শুদ্ধাচারও জরুরি। প্রতি ৩ মাস পর পর অংশীজনের (Stakeholder) অংশগ্রহণে আয়োজিত সভায় সেবা প্রত্যাশীদের থেকে প্রাপ্ত সমস্যা/মতামত পর্যালোচনায় সেবা সহজীকরণের মাধ্যমে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। তিনি আরও বলেন, এ সভার মূল উদ্দেশ্য হলো শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় কিভাবে অধিদপ্তরের সেবাসমূহ অর্থাৎ TCV (Time, Cost, Visit) কমিয়ে আনা যায় সে বিষয়ে অংশীজনের বক্তব্য শ্রবণ এবং তৎপ্রেক্ষিতে সেবাসমূহ সহজীকরণ।

সভাপতির অনুমতিক্রমে সহকারী পরিচালক (প্রশাসন) সংক্ষিপ্তভাবে অধিদপ্তরের কর্মকৌশল, অর্জন-সাফল্য উপস্থিত অংশীজনের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করেন। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা মোতাবেক তিনি অধিদপ্তরের অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা এবং তথ্য অধিকার বিষয়ে বার্ষিক কর্মপরিকল্পনাও উপস্থাপন করেন।

অত:পর সভাপতির অনুমতিক্রমে পরিচালক (প্রশাসন) উপস্থিত অংশীজনকে স্ব স্ব পরিচয় ব্যক্ত করে বক্তব্য প্রদানের জন্য অনুরোধ জানান। অত:পর নিম্নরূপভাবে আলোচনা/পর্যালোচনা করা হয় :

ক্রম.	অংশীজনের (Stakeholder) বক্তব্য	অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণের বক্তব্য
১.	কক্সবাজার জেলা সদর এর চৌফলদন্ডা আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক প্রতিনিধি বলেন, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক শিক্ষার্থীগণের মধ্যে মাদকবিরোধী সচেতনতা বৃদ্ধি করতে জ্যামিতি বক্স বিতরণ করা হয়। শিক্ষার্থীরা মাদকবিরোধী স্লোগান সম্বলিত এ ধরণের শিক্ষা উপকরণ পেয়ে অত্যন্ত উৎফুল্ল হয়। তিনি বলেন, prevention is better than cure অর্থাৎ শিক্ষার্থীদেরকে মাদকাসক্ত হওয়ার পূর্বেই সচেতন করা জরুরি। এ অধিদপ্তর প্রতিবছরই মাদকবিরোধী চিত্রাঙ্কন ও রচনা প্রতিযোগিতা আয়োজনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদেরকে পুরস্কৃত করছে। মাদকবিরোধী মনোভাব তৈরিতে এ ধরণের কার্যক্রম অব্যাহত রাখা তথা মাদকবিরোধী স্লোগান সম্বলিত শিক্ষা উপকরণ বিতরণ আরো বৃদ্ধি করা প্রয়োজন মর্মে তিনি অবহিত করেন।	এ বিষয়ে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রন অধিদপ্তর হতে জানানো হয়, মাদকবিরোধী অভিযান পরিচালনা ও জনসচেতনতামূলক প্রচার-প্রচারণা অধিদপ্তরের একটি রুটিন কাজ। কক্সবাজার জেলা তথা সারাদেশের প্রায় সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই ০৫ সদস্যবিশিষ্ট মাদকবিরোধী কমিটি গঠিত রয়েছে। উক্ত কমিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদেরকে অধিদপ্তর কর্তৃক প্রস্তুতকৃত TVC এর মাধ্যমে মাদকের বিরুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করে থাকে। ইতোমধ্যে কক্সবাজার জেলার ২৭৩টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ১৯ জন মেন্টর তৈরি করা হয়েছে। মেন্টর তৈরির কাজ চলমান রয়েছে। শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাকগণকে মাদকবিরোধী কমিটির মাধ্যমে ডোপটেস্টের বিষয়টিও অবহিত করা হয়। ডোপটেস্ট পজেটিভ হলে সরকারী চাকুরিতে যোগদান করা যায় না ও উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হওয়ার সুযোগ থাকে না।
২.	কক্সবাজার প্রেস ক্লাবের সভাপতি বলেন, উপস্থাপিত প্রতিবেদন অনুযায়ী দেখা যায়-এ অধিদপ্তর অনেক কাজ করছে। কিন্তু লাইসেন্স দেওয়া ছাড়া এ দপ্তরের তেমন কোন কার্যক্রম দেখা যায় না। অন্যান্য দপ্তরের সাথে যখন এ দপ্তরের তুলনা করা হয় তখন এ অধিদপ্তরকে খুবই রুগ্ন মনে হয়। বিভিন্ন সভা-সেমিনারের মাধ্যমে অন্যান্য সংস্থার তথ্যচিত্রের সাথে যখন এ সংস্থার তথ্যচিত্র উপস্থাপন করা হয় তখন মনে হয় এ সংস্থা খুবই দুর্বল। এ সংস্থা নিয়ে তখন খুবই দুঃখ হয়। এ দপ্তরের জনবল নেই, অস্ত্র নেই, যানবাহন নেই। এ দপ্তরের জনবল বাড়াতে হবে, যানবাহন বাড়াতে হবে, প্রশিক্ষণ বাড়াতে হবে, গোয়েন্দা কার্যক্রম বাড়াতে হবে, সোর্সমানির পরিমাণ বাড়াতে হবে। সম্প্রতি এ দপ্তর কর্তৃক	অতিরিক্ত পরিচালক, চট্টগ্রাম বলেন, আমাদের অর্জন, ব্যর্থতা, জনবল স্বল্পতা, যানবাহনের স্বল্পতা, তথ্য-প্রযুক্তির ঘাটতি, সোর্সমানির স্বল্পতা-এ ধরণের বাস্তবসম্মত কথাগুলো উপস্থাপনে জন্য আপনাকে ধন্যবাদ-আপনাদের মতো সাংবাদিকগণ আমাদের দর্পন। কক্সবাজার-টেকনাফ থেকে যারা দেশের অন্য এলাকায় গমন করে থাকে চোরাকারবারীরা সাম্প্রতিক সময়ে পেটের ভিতরে করে ইয়াবা নিয়ে যায়। এ ধরনের চোরাকারকারীদের মোকাবেলা করতে হলে অত্যাধুনিক স্ক্যানার, জনবল, লজিস্টিক সাপোর্ট প্রয়োজন। অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ইতোমধ্যে 'মডার্নাইজেশন অব ডিএনসি' প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে এবং ডিপিপি সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। অধিদপ্তরের অনুমোদিত ৩০৫৯

ক্রম.	অংশীজনের (Stakeholder) বক্তব্য	অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণের বক্তব্য
	সবচেয়ে বড় কোকেনের চালান জব্দ করেছে-এটা আপনাদের জন্য বড় অর্জন। তাতে আপনারা বাহবা পাবেন, পুরষ্কার পাবেন, পদোন্নতি পাবেন-কিন্তু এ ধরণের সংবাদে আমাদের ভয় বেড়ে যায়। দেশের অন্যান্য জেলার সাথে কক্সবাজারকে তুলনা করলে চলবেনা। কক্সবাজার সীমান্ত জেলা হওয়ায়ে এ জেলায় যানবাহন বৃদ্ধি, জনবল বৃদ্ধি, তথ্য-প্রযুক্তি দিয়ে ঢেলে সাজাতে হবে। পাশাপাশি মাদকের করাল গ্রাস থেকে এ দেশকে রক্ষা করতে হলে অন্যান্য সকল সংস্থাকে মনোযোগী হয়ে একযোগে কাজ করতে হবে। তিনি আরো বলেন, মাদকাসক্তরা রোগী বিধায় তাদের চিকিৎসা সেবায় দেশের প্রত্যেক জেলায় বেসরকারী উদ্যোগে মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র স্থাপন করার অনুরোধ জানান।	জনবলের বিপরীতে বর্তমানে কর্মরত রয়েছেন ১৮৫১ জন। উপজেলা পর্যায়ে অধিদপ্তরের জনবল পদায়নের লক্ষ্যে প্রস্তাবিত ২১২৯২ জনবল বিশিষ্ট খসড়া সাংগঠনিক কাঠামো সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। 'মডার্নাইজেশন অব ডিএনসি' প্রকল্প এবং উপজেলা পর্যায়ে প্রস্তাবিত জনবল কাঠামো অনুমোদিত ও বাস্তবায়িত হলে অধিদপ্তরের কর্মপরিধি বৃদ্ধি পাবে এবং মাদকের আগ্রাসন তুলনামূলকভাবে হ্রাস পাবে বলে আমাদের বিশ্বাস। এ বিষয়ে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রন অধিদপ্তর হতে জানানো হয়, মাদকাসক্তদের চিকিৎসায় সারাদেশে সরকারীভাবে ৪টি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র রয়েছে। ইতোমধ্যে ৭টি বিভাগীয় শহরে ২০০ শয্যা বিশিষ্ট এবং প্রতিটি জেলায় পর্যায়ক্রমে ১টি করে নিরাময় কেন্দ্র স্থাপনের ১ম ধাপ হিসেবে প্রাথমিকভাবে ৯টি জেলায় ১০০ শয্যা বিশিষ্ট মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্র স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। তাছাড়া বেসরকারিভাবে সারাদেশে সরকার অনুমোদিত ৩৬৯টি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র রয়েছে।
৩.	মেসার্স মাস্টার বিল্ডার্স, রামু, কক্সবাজার এর প্রতিনিধি বলেন, মায়ানমার হতে এ দেশের দুর্গম পাহাড়ী এলাকা দিয়ে ইয়াবা প্রবেশ করে। তাছাড়া পার্বত্য নাইক্ষ্যংছড়ি থেকে চোলাইমদ প্রবেশ করে থাকে। দুর্গম পাহাড়ী অঞ্চলে মাদকবিরোধী অভিযান পরিচালনা অধিদপ্তরের পক্ষে সম্ভব নয়। রামু অঞ্চলের অনেকেই মাদকের কারবার পরিচালনা করছে। এ অঞ্চলে মাদকাসক্ত সন্তানেরা প্রায়শ:ই মা-বাবার টাকা চুরি করে, পথচারীদের মালামাল টেনে নিয়ে যায়। এদের বেশীরভাগই দরিদ্র ঘরের সন্তান। এদেরকে একশ্রেণীর প্রভাবশালী-বিত্তবানের আশ্রয়-প্রশ্রয় দিয়ে মাদক সেবন করায় এবং মাদকের কারবার পরিচালনা করে থাকে। এদের বিরুদ্ধে কথা বলার কারো সাহস নাই। রামূ এলাকাকে মাদকমুক্ত করার লক্ষ্যে সচেতনতামূলক সভা-সেমিনার-কর্মশালা আয়োজন করা যেতে পারে। পাশাপাশি মাদকবিরোধী অভিযান অব্যাহত রাখতে হবে। এ ধরণের কার্যক্রমে রামু বণিক সমিতি সর্বোচ্চ সহযোগিতা প্রদান করবে।	অতিরিক্ত পরিচালক, চট্টগ্রাম বলেন, আপনার বক্তব্য বাস্তবসম্মত। মাদকবিরোধী সকল কার্যক্রমে সব শ্রেণী-পেশার মানুষের স্বত:স্ফুর্ত সহযোগিতা দরকার-এর বিকল্প নেই। অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়, বিভাগীয় কার্যালয়, বিভাগীয় গোয়েন্দা কার্যালয়, জেলা/মেট্রো:/বিশেষ জোন কার্যালয়ের ওয়েবসাইটে কর্মকর্তাগণের মোবাইল নম্বর দেওয়া আছে। তাছাড়া অধিদপ্তরের নিজস্ব একটি হটলাইন নম্বরও রয়েছে। অবৈধ মাদক সংক্রান্ত যে কোন তথ্য আমাদেরকে অবহিত করলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হয়। উপপরিচালক, চট্টগ্রাম মেট্রো (উত্তর) বলেন, নাইক্ষ্যংছড়ি থেকে দুর্গম পাহাড়ী এলাকা হয়ে বান্দরবান পর্যন্ত-এটা পুরাতন রুট। পাহাড়ী জনগোষ্ঠীর জন্য চোলাইমদ স্থানীয়ভাবে উৎপাদন ও ব্যবহারের বৈধতা রয়েছে। কিন্তু তারা তাদের চাহিদার অতিরিক্ত উৎপাদন করে অবৈধভাবে বিক্রয় করে থাকে। আমাদের প্রায়ই চোলাইমদ জব্দপূর্বক ধ্বংস করাসহ মামলাও দায়ের করতে হয়। তথাপি তারা চোলাইমদের অবৈধ ব্যবসা করে থাকে।
৪.	রামু বৌদ্ধ বিহারের প্রতিনিধি বলেন, কোন ব্যক্তি মাদকাসক্ত হওয়ার পরই মাদককারবারী হয়। তাদেরকে গ্রেফতার করার পর জামিনে বের হয়ে আবার পুরোনো ব্যবসায় চলে যায়। কাজেই এদের প্রতিহত করতে সমাজের প্রত্যেককেই সচেতন হতে হবে এবং স্ব স্ব অবস্থান থেকে ভূমিকা রাখতে হবে। আইনের মাধ্যমে মাদকের আগ্রাসন রোধ করা সম্ভব নয়। সমাজের সকল শ্রেণি-পেশার মানুষের সমন্বয়ে সভা-সেমিনার-ওয়ার্কসপ এবং জনসচেতনতামূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে মাদকের কুফল সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে।	অতিরিক্ত পরিচালক, চট্টগ্রাম বলেন, এ অধিদপ্তর ৩টি উপায়ে অবৈধ মাদকের বিরুদ্ধে কার্যক্রম পরিচালনা করছে-চাহিদা হ্রাস, ক্ষতি হ্রাস ও সরবরাহ হ্রাস। মাদকের চাহিদা হ্রাস তথা মাদকের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধিই হলো সর্বোত্তম পদ্ধতি। জনসচেতনতা বৃদ্ধি করতে অধিদপ্তর মাদকবিরোধী লিফলেট, স্টিকার বিতরণ করছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের মাঝে মাদকবিরোধী শ্লোগান সম্বলিত খাতা, কলম, জ্যামিতি বক্স বিতরণ করছে এবং গঠিত মাদকবিরোধী কমিটির মাধ্যমে মাদকবিরোধী শ্রেণি বক্তৃতা প্রদান করা হচ্ছে। তাছাড়া প্রিন্ট মিডিয়া, ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় মাদকবিরোধী টিভিসি-টকশো, টিভি স্ক্রল, বিজ্ঞাপন, থিমসং, ডকুমেন্টারি, নাটক-নাটিকা প্রচার করছে। মাদকবিরোধী সকল কার্যক্রমে আপনাদের সহযোগিতা আমাদের একান্ত কাম্য।

ক্রম.	অংশীজনের (Stakeholder) বক্তব্য	অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণের বক্তব্য
৫.	ফুয়াদ আল খতিব হাসপাতাল, কক্সবাজার প্রতিনিধি এবং মেমোরিয়াল খ্রিষ্টান হাসপাতাল, চকরিয়া, কক্সবাজার প্রতিনিধি বলেন, ডিডি পারমিটে (পেথিডিন/মরফিন) আমাদের যে কোটা নির্ধারণ করা হয়েছে-তা চাহিদার তুলনায় খুবই কম। প্রায় সময়ই আমাদেরকে বাহির থেকে কিনে রোগীদের অপারেশন করতে হয়। কিছু অসাধু ঔষধ ব্যবসায়ীর পারমিট নেই, কিন্তু তাদের কাছে পেথিডিন/মরফিন ইনজেকশন পাওয়া যায় যা তারা উচ্চমূল্যে বিক্রয় করে থাকে। এই অসাধু ঔষধ ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ, বৈধ ডিডি পারমিটধারীগণের কোটা বৃদ্ধি জন্য এবং ঢাকার পরিবর্তে বিভাগীয় পর্যায় থেকে যাতে পেথিডিন/মরফিন ইনজেকশনের কোটা উত্তোলন করতে পারেন-বিষয়টি বিবেচনার জন্য অনুরোধ জানান।	এ বিষয়ে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রন অধিদপ্তর হতে জানানো হয়, অবৈধভাবে যারা পেথিডিন/মরফিন ইনজেকশন বিক্রয় করে তাদের তথ্য পেলে অবশ্যই আইনের আওতায় আনা হবে। ডিডি পারমিটের (পেথিডিন/মরফিন) কোটা বৃদ্ধির জন্য চাহিদার যৌক্তিকতা উল্লেখ করে আবেদন করলে বিষয়টি বিবেচনা করা হবে। তাছাড়া বিদ্যমান পদ্ধতিতে ডিডি পারমিটের (পেথিডিন/মরফিন) কোটা উত্তোলনের জন্য দেশের সকল পারমিটধারীকে ঢাকা জেলা কার্যালয়ে এসে প্রতিস্বাক্ষর করে গাজীপুরস্থ গণস্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান হতে পেথিডিন/মরফিন ইনজেকশন/ট্যাবলেট গ্রহণ করতে হতো। উক্ত পদ্ধতির কিছু পরিবর্তনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে অর্থাৎ প্রত্যেক জেলা কার্যালয় হতে পারমিটধারীগণ যাতে পেথিডিন/মরফিনের কোটা উত্তোলন করতে পারেন সে বিষয়ে গণস্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানকে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।
৬.	ফিউচার লাইফ মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের প্রতিনিধি বলেন, আমাদের প্রতিষ্ঠানে মাদকাসক্ত রোগীদের চিকিৎসা প্রদান করা হয়। ইদানিং অনেক রোগী আসে যারা মোবাইল আসক্ত। মোবাইল আসক্তদের চিকিৎসা প্রদানে প্রয়োজনীয় সহযোগিতার বিষয়ে অনুরোধ জানান।	এ বিষয়ে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রন অধিদপ্তর হতে জানানো হয়, মাদক বিষয়ক জাতিসংঘের ০৩টি কনভেনশনের মধ্যে মোবাইল আসক্তির বিষয়টি সিডিউলভূক্ত নয় বিধায় নারকোটিক সিডিউলের বাইরে গিয়ে চিকিৎসা দেওয়া সম্ভব নয়। আরো জানানো হয়, Early Worning System বিষয়ে সম্প্রতি অধিদপ্তরে একটি ওয়ার্কসপ করা হয়েছে। তাছাড়া মোবাইল আসক্তদের চিকিৎসা প্রদানের জন্য সরকারি পর্যায়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানও রয়েছে।
৭.	কক্সবাজার জেলা শিক্ষা অফিসার বলেন, আমাদের পরিবারের কেউ যখন মাদকাসক্ত হয়ে যায় তখন আমরা উদ্যোগী হয়ে থাকি-আগে কেন উদ্যোগী হই না। মাদক একটি সামাজিক ব্যধি-এটি সকলকেই উপলব্ধি করে মাদকবিরোধী কার্যক্রমে স্বত:স্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করতে হবে। পরিবারের অভিভাবক হিসেবে সন্তানদের সবসময় খোঁজ রাখতে হবে। মাদকের কুফল সম্পর্কে বুঝাতে হবে। শিক্ষক হিসেবে শিক্ষার্থীদের মাঝে মাদকের কুফল সম্পর্কে আলোচনা করতে হবে। তাছাড়া মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের প্রতিনিধিগণের উপস্থিতিতে কক্সবাজার এলাকার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মাদকবিরোধী শ্রেণী বক্তৃতা-আলোচনা সভার আয়োজন করা যেতে পারে। তিনি আরো বলেন, ইতোমধ্যে মাদকবিরোধী অনেক প্রচারণা সামগ্রী শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে-শিক্ষার্থীরা উৎফুল্ল হয়েছে। শিক্ষার্থীদের মধ্যে আরো মাদকবিরোধী প্রচারণা সামগ্রী বিতরণের জন্য তিনি অনুরোধ জানান।	অতিরিক্ত পরিচালক, চট্টগ্রাম বলেন, শিক্ষার্থীদের মধ্যে মাদকবিরোধী মনোভাব জাগ্রত করার লক্ষ্যে আপনাদের পর্যায়ের সার্বিক সহযোগিতা একান্তভাবে কাম্য। আপনারা ভেন্যু নির্বাচন করে আমাদের জানালে আমরা অবশ্যই অংশগ্রহণ করবো। তিনি আরো বলেন, শিক্ষার্থীদের মধ্যে আরো বেশি মাদকবিরোধী প্রচারণা সামগ্রী সরবরাহের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

সভায় অংশগহণের জন্য সভাপতি উপস্থিত সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

ইহা সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য।

দীপঞ্জয় খীসা
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

মুহাম্মদ মনিরুল ইসলাম
যুগ্মসচিব
পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও পরিকল্পনা)
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর
সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

মুস্তাকীম বিল্লাহ ফারুকী
মহাপরিচালক
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।